"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সবাইকে প্রকৃত গীতা শুনিয়ে সুখ প্রদানকারী প্রকৃত ব্যাস, তোমাদের নিজেদের ভালোভাবে পড়ে সবাইকে পড়াতে হবে, সুখ দান করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কি, তোমরা যেখানে পৌঁছানোর পুরুষার্থ করো ?

*উত্তরঃ - নিজেকে অশরীরী মনে করা, এই দেহ বোধকে জয় করা -- এ হলো উচ্চ লক্ষ্য, কেননা সবথেকে বড় শত্রু হলো দেহ - বোধ । তোমাদের এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে অন্তিম সময় বাবা ছাড়া আর কেউই যেন স্মরণে না আসে । এই শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যেতে হবে । এই শরীরও যেন স্মরণে না থাকে । এই পরিশ্রমই করতে হবে ।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে...

ওম্ শান্তি । জীব আত্মারা বা বাচ্চারা মনে অনুভব করতে পারে যে, এই সময় বাবা আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন । বরাবর যেখান থেকে আমরা এসেছি, সেখানেই নিয়ে যাবেন । তারপর আমাদের পুণ্য আত্মাদের সৃষ্টিতে, জীব আত্মাদের দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেবেন । শ্রেষ্ঠ আর ভ্রষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা অবশ্যই জীব আত্মাদেরই বলা হবে । আত্মা যতক্ষণ শরীরে থাকে, ততক্ষণই সুখ বা দুঃখের ভোগ হয় । বাচ্চারা জানে যে, এখন বাবা এসেছেন । বাবার নাম সর্বদাই শিব । আমাদের নাম শালগ্রাম । শিবের মন্দিরে শালগ্রামেরও পূজা হয়, বাবা বুঝিয়েছিলেন -- এক হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, দ্বিতীয় হলো রুদ্র যজ্ঞ । ওতে বিশেষ করে বেনারসের ব্রাহ্মণদের আর পণ্ডিতদের ডাকা হয় - এই রুদ্র যজ্ঞের পূজার জন্য বেনারসেই শিবের থাকার জন্য অনেক মন্দির আছে । একে শিবকাশী বলা হয়, প্রকৃত নাম ছিলো কাশী । তারপর ইংরেজরা বেনারস নাম রেখে দিয়েছে। বারাণসী নাম এখন রাখা হয়েছে । ভক্তিমার্গে তো আত্মা - পরমাত্মার জ্ঞান নেই । দুইয়ের পূজা পৃথক ভাবে করা হয় । এক বড় শিবলিঙ্গ বানায়, বাকি ছোটো - ছোটো শালগ্রাম অনেক বানায় । তোমরা জানো যে - আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নাম শালগ্রাম, আর আমাদের বাবার নাম শিব । শালগ্রাম সব এক সাইজের বানায়, তাই বরাবর বাবা আর বাচ্চাদের সম্বন্ধ । আত্মা স্মরণ করতে থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা । আমরা পরমাত্মা নই । পরমাত্মা আমাদের বাবা, এই কথা বোঝানোর মত তোমাদের দেওয়া হয়েছে । প্রতিদিন তোমরা শ্রীমৎ পাও যে, কাউকে প্রথমে বাবার পরিচয় প্রদান করে উত্তরাধিকারের অধিকারী করতে হবে । প্রথমে তোমাদের যুক্তি দিয়ে প্রমাণের সাথে বোঝাতে হবে যে, তিনি হলেন নিরাকার বাবা । এই প্রজাপিতা হলেন সাকার । উত্তরাধিকার নিরাকারের থেকেই পাওয়া যায় । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন -- আমার একটাই নাম, শিব । আমার দ্বিতীয় কোনো নাম নেই । সমস্ত আত্মাদের শরীরের নাম অনেক হয় । আমার কোনো শরীর নেই । আমি হলাম সুপ্রীম আত্মা ।

বাবা জিজ্ঞেস করেন - বাচ্চারা, তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু কে ? যারা বুদ্ধিমান হবে তারা বলবে, দেহ বোধ হলো সবথেকে বড় শত্রু, যার দ্বারা কামের উৎপত্তি হয় । এই দেহ বোধ দূর করাতেই খুব পরিশ্রম হয় । দেহী অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম । জন্ম - জন্মান্তর তোমরা দেহের সম্বন্ধে চলেছো । তোমরা এখন জানো যে, বরাবর আমি আত্মা অবিনাশী, যার আধারে এই শরীর চলতে থাকে । যারা রিলিজিয়াস মাইণ্ডেড (ধার্মিক ) তারা জানে যে, আমি হলাম আত্মা, দেহ নই । আত্মার নাম একই থাকে । দেহের নাম পরিবর্তন হয় । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । বাবা আমাদের বলেন - তোমাদের পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে যেতে হবে । এ হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । রাবণ তোমাদের ভ্রষ্টাচারী তৈরী করে । দশ মাথার কোনো মানুষই হয় না, কিন্তু এই কথা কোনো মানুষই জানে না । সবাই রামলীলা ইত্যাদিতে অভিনয় করতে থাকে । সকলে এক মতেরও নয় । কেউ কেউ এইসব বিষয়কে কল্পনা মনে করে, কিন্তু এই কথা জানেই না যে, ভ্রষ্টাচারীকেই রাবণ বলা হয় । অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করা, এ তো ভ্রষ্টাচার হলো, তাই না । এই সময় সকলেই ভ্রষ্টাচারী কেননা সকলেই বিকারে আছে । যে বিকারে যায় না তাকে নির্বিকারী বলা হয়, আর সে হলো রামরাজ্য । এ হলো রাবণ রাজ্য । এই ভারতেই রামরাজ্য ছিলো । ভারত সবথেকে প্রাচীন দেশ ছিলো। এই সৃষ্টিতে সূর্যবংশী দেবী - দেবতাদের পতাকা প্রথম নম্বরে উচ্চ ছিলো । সেই সময় চন্দ্রবংশীরাও ছিলো না । বাচ্চারা, এখন তোমাদের সামনে হলো সূর্যবংশীর পতাকা । তোমাদের লক্ষ্য কি তা তোমরা জানতে পেরেছো, তবুও ভুলে যাও । স্কুলে বাচ্চারা কখনো এইম অবজেক্টকে ভুলতে পারে না । স্টুডেন্ট টিচারকে বা পড়াকে কখনোই ভুলতে পারে না । এখানে কিন্তু ভুলে যায় । এ কতো বড় শিক্ষা, যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্যভাগ্য লাভ করো । এমন স্কুলে রোজ কতো সুন্দর

করে পড়া উচিত । এই কল্পে যদি পাস করতে না পারো তাহলে কল্পে - কল্পেও ফেল করতে থাকবে । তখন কখনোই আর পাস করতে পারবে না । তাই তোমাদের কতটা পুরুষার্থ করা উচিত । তোমাদের শ্রীমতে চলতে হবে । শ্রীমৎ বলে যে, খুব ভালোভাবে ধারণা করো এবং করাও । তোমরা যদি ঈশ্বরীয় নির্দেশে না চলতে পারো তাহলে উচ্চ পদও লাভ করতে পারবে না । নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো, আমরা শ্রীমতে চলছি তো ? নিজেকে কখনোই অতি চালাক মনে করবে না । এখন তোমরা নিজেকেই জিজ্ঞেস করো, যেমন ব্রহ্মা - সরস্বতী শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতেন, আমরা সেভাবে চলছি কি ? নিজে পড়ে তারপর পড়াচ্ছি কি ? কেননা তোমরাই সত্য গীতা শোনানো ব্যাস । সুখদেব শিব বাবা হলেন গীতার ভগবান তোমরা হলে তাঁর সন্তান কথক ব্যাস ।

এ হলো স্কুল, স্কুলে বাচ্চাদের পড়াশোনা দেখে নম্বর সম্বন্ধে জানা যায় । জাগতিক স্কুল গুলি হলো প্রত্যক্ষ আর এ হলো গুপ্ত । এটা বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় যে, আমরা কতখানি উপযুক্ত হয়েছি । কাউকে পড়ানোর প্রমাণ পাওয়া যায় । বাচ্চারা লেখে যে -- বাবা, অমুকে আমাকে এমন তীর লাগিয়েছে যে, আমি আপনার হয়ে গেছি আবার কেউ তো সামনে থেকেও বলতে পারে না যে, বাবা আমি আপনার হয়ে গেছি । কোনো কোনো বাচ্চা পবিত্রতার কারণে মারও খেতে থাকে । কেউ কেউ তো আবার বাবার বাচ্চা হয়ে আবার ভেঙ্গেও পড়ে, কেননা তারা ভালোভাবে পড়ে না । না হলে বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান যে বাচ্চারা, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো আর পড়ো, এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । তোমরা ঘরের বাইরেও লিখে দাও -- এক সেকেণ্ডে জনকের মতো ২১ জন্মের জন্য জীবনমুক্তি পাওয়া সম্ভব । তোমরা এক সেকেণ্ডে বিশ্বের মালিক হতে পারো । বিশ্বের মালিক তো দেবতারাই হবেন, তাই না । তাও নতুন বিশ্ব, নতুন ভারতের । যে ভারত নতুন ছিলো তা এখন পুরানো হয়ে গেছে । ভারত ছাড়া আর কোনো খণ্ডকেই নতুন বলা যাবে না । যদি নতুন বলা হয়, তাহলে আবার পুরানোও বলতে হবে । আমরা সব ফুল, যারা নতুন ভারত খণ্ডে যাই । ভারতই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়, আর কোনো খণ্ডই পূর্ণ চন্দ্র হতে পারে না । সে সব তো অর্ধেক থেকেই শুরু হয় । এ কতো সুন্দর রহস্য পূর্ণ কথা । আমাদের ভারতকেই সত্যখণ্ড বলা হয় । সত্যের পিছনে আবার মিথ্যাও আছে । ভারত প্রথমে পূর্ণ চন্দ্র হয় । পরের দিকে অন্ধকার হয়ে যায় । প্রথম পতাকা হলো স্বর্গের । এমন গায়নও আছে - ভারত স্বর্গ ছিলো, আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি কারণ আমাদের সমস্ত অনুভব আছে । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে আমরা কীভাবে রাজত্ব করেছিলাম, তারপর দ্বাপর আর কলিযুগে কি হয়েছিলো, এইসব বুদ্ধিতে আসলে আমাদের কতটা খুশী হওয়া উচিত । সত্যযুগকে প্রভাত আর কলিযুগকে অন্ধকার বলা হয়, তাই তো বলা হয়, জ্ঞান অঞ্জন সদ্গুরু দেন... বাবা কীভাবে এসে তোমাদের মতো অবলাদের, মাতাদের জাগিয়েছেন । বিত্তবানদের উপস্থিত হতে খুব কমই দেখা যায় । এই সময় বাবা সত্যিই গরীবের ভগবান । গরীবই স্বর্গের মালিক হয়, সাহুকার নয় । এরও গুপ্ত কারণ আছে । এখানে তো বলিহারি বা সমর্পণ করতে হয় । গরীবদের বলিহারি যেতে দেরী হয় না, তাই সুদামার উদাহরণের গায়ন আছে । বাচ্চারা, তোমরা এখন আলোর দিশা পেয়েছো, তবুও তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে । আর সকলের জ্যোতি এখন নিষ্প্রভ । এতো ছোটো আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট নিহিত আছে । এ তো আশ্চর্যের, তাই না । এ কোনো সায়েন্সের শক্তি নয় । তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে শক্তি পাও, বরাবর এই যে অবিনাশী চক্র, তা ঘুরতে থাকে, তার কোনো আদি - অন্ত নেই । নতুন কেউ এই কথা শুনলে যাঁতাকলে পড়বে । এখানে ১০- ২০ বছরও যারা আছে, তারাও সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না, না কাউকে বোঝাতে পারে । ভবিষ্যতে তোমরা সবই জানতে পারবে যে, অমুকে অমুকের কাছে জন্ম নেবে, এই হবে... যারা মহাবীর হবে তাদের ভবিষ্যতে সব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । ভবিষ্যতে তোমরা সত্যযুগের ঝাড় খুব নিকটে দেখতে পাবে । মহাবীরদেরই তো মালা তৈরী হয়, তাই না । প্রথমে ৮ মহাবীর, তারপর ১০৮ মহাবীর । ভবিষ্যতে তোমাদের এক নম্বর সাক্ষাৎকার হবে । গায়নও আছে -- পরমপিতা পরমাত্মা বাণ মারিয়েছিলেন । নাটকে অনেক তথ্য বানানো হয়েছে । বাস্তবে এ কোনো স্থূল বাণের বিষয় নয়, কন্যারা, মাতারা বাণের কথা কি জানবে । বাস্তবে এ হলো জ্ঞান বাণ, আর এদের জ্ঞান দান করেন অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা । এ কতো আশ্চর্যের কথা, কিন্তু বাচ্চারা একই মুখ্য কথা বার বার ভুলে যায় । সবথেকে কড়া ভুল হয়, যে - দেহ বোধে এসে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে না । সত্য কেউই বলে না । সত্যি হলো, কেউ আধ ঘন্টা, কেউ এক ঘন্টা সারাদিনে অতি কষ্টে স্মরণে থাকতে পারে । আবার কেউ কেউ তো বুঝতেই পারে না যে, যোগ কাকে বলা হয় । এই লক্ষ্যও খুবই উচ্চ । নিজেকে অশরীরী মনে করতে হবে, যতটা সম্ভব ততটা পুরুষার্থ করতে হবে, যাতে পরের দিকে অন্য কেউই স্মরণে না আসে । কোনো ভালো তত্ব জ্ঞানী, ব্রহ্ম জ্ঞানী তাদের গদিতে বসে অনুভব করে যে, আমরা তত্বে লীন হয়ে যাবো । তাদের দেহের বোধ থাকে না । তারপর তারা যখন দেহত্যাগ করে তখন আশেপাশের চারিদিক নিঃস্তব্ধ হয়ে যায় । মানুষ মনে করে যে, কোনো মহান আত্মা দেহ ত্যাগ করেছেন ।

বাচ্চারা, তোমরা যখন স্মরণে থাকবে তখন চারিদিকে কতো শান্তি ছড়াবে । এই অনুভব তাদেরই হবে যারা তোমাদের কুলের হবে । বাকি সকলের মৃত্যু তো মশার মতো হবে । তোমাদের অশরীরী হওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে । এই অভ্যাস তোমরা এখানেই করো । ওখানে সত্যযুগে তো আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । এখানে তো তোমরা জানো যে, এই শরীর ত্যাগ করে তোমাদের বাবার কাছে যেতে হবে, কিন্তু পরের দিকে যেন কেউই স্মরণে না আসে । শরীরই যদি স্মরণে না থাকে তাহলে বাকি আর কি রইলো । এতেই পরিশ্রম । পরিশ্রম করতে করতে পরের দিকে পাস করে বেরিয়ে যাবে । যারা পুরুষার্থ করে তাদের কথাও তো জানা যায়, তাদেরও শো বের হতে থাকবে । বন্ধনে আবদ্ধ গোপিনীরাও এমনভাবে পত্র লেখে যে, যারা মুক্ত তারাও এভাবে লেখে না । তাদের তো সময়ই নেই । বন্ধনে আবদ্ধ যারা, তারা মনে করে, শিব বাবা এই হাতের লোন নিয়েছেন, তাই শিব বাবার পত্র আসবে । এমন পত্র তো আবার পাঁচ হাজার বছর পরে আসবে । বাবাকে রোজ পত্র লিখি না কেন। নয়নের কাজল দিয়েও লিখি, এমন - এমন খেয়াল আসবে । আরো লেখে যে, বাবা আমি সেই পূর্ব কল্পের গোপিকা । আমি অবশ্যই আপনার সঙ্গে মিলিত হবো আর অবশ্যই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো । যোগবল থাকলে নিজেকে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে থাকবে । তখন মোহও আর কারোর প্রতিই থাকবে না । খুব বুদ্ধি করে বোঝাতে হবে । নিজেকে রক্ষা করতে হবে, সম্পর্কে পৃথক থেকে কর্তব্য পালনের প্রয়াস করতে হবে । মাতা'রা মনে করে যে, আমরা পতিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই । আমাদের দায়িত্ব হলো ওদের বুঝিয়ে বলা । পবিত্রতা তো খুবই ভালো । বাবা নিজেই বলেন, কাম মহাশত্রু, একে জয় করো । তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করবো । এমন বাচ্চারাও আছে যারা নিজের পতিকে বুঝিয়ে নিয়ে আসে । বন্ধনে আবদ্ধ যারা, তাদেরও এখানে পার্ট আছে । অবলাদের উপর অত্যাচার তো হয়ই । শাস্ত্রেও এই গায়ন আছে যে -- কামেষু, ক্রোধেষু... এ কোনো নতুন কথা নয় । তোমরা তো ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পাও, তাই তোমাদের অল্পকিছু তো সহ্য করতেই হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) যোগবলের দ্বারা নিজের সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করে বন্ধনমুক্ত হতে হবে, কারোর প্রতি মোহ রাখবে না ।

২ ) যে ঈশ্বরীয় নির্দেশ পাও, তাতে সম্পূর্ণ চলতে হবে । খুব ভালোভাবে পড়তে আর পড়াতে হবে । অতি চালাক হয়ো না ।

*বরদানঃ-* বাবার প্রেমের পালনার দ্বারা সহজ যোগী জীবন বানিয়ে স্মৃতি এবং সমর্থী স্বরূপ ভব

সম্পূর্ণ বিশ্বের আত্মারা পরমাত্মাকে বাবা বলে, কিন্তু পালনা আর পড়ার জন্য উপযুক্ত পাত্র তৈরী হয় না । সম্পূর্ণ কল্পে তোমরা অল্প কিছু আত্মারা এখনই এই ভাগ্যের উপযুক্ত পাত্র হয়ে ওঠো । তাই এই পালনার প্রত্যক্ষ স্বরূপ হলো - সহজ যোগী জীবন । বাবা, বাচ্চাদের কোনো সমস্যাই দেখতে পারেন না । বাচ্চারা নিজেরাই চিন্তা করতে করতে সমস্যা তৈরী করে ফেলে, কিন্তু স্মৃতি স্বরূপের সংস্কারকে তোমরা ইমার্জ করো তাহলেই সমর্থ ভাব এসে যাবে ।

*স্লোগানঃ-* সদা নিশ্চিন্ত স্থিতির অনুভব করতে হবে, তাই আত্ম চিন্তন আর পরমাত্ম চিন্তন করো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;